

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩৩.০৬.০১২.১৬.

৩১৩(৭)

তারিখ-১৩/০২/২০১৮।

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো।

- সূত্রঃ ১। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১৭/৭/২০১৭ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০২৪.২৭.০১৬.২০১৩.১৪৮ নং স্মারক;
২। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের ০৮/৬/২০১৭ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০৮২২.১৪.০৫২.১৭.১৯৭ নং স্মারক;
৩। অত্র প্রশাসন বিভাগের ০৩/০১/২০১৮ তারিখের ১৪ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সনে মন্ত্রী সভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বিষয়ে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কোয়ার্টার ভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তাছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-১৮ সময়মত খাদ্য অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু তার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণসহ শুদ্ধাচার বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না।

এমতাবস্থায়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো এর ২য় কোয়ার্টারের প্রতিবেদন (অক্টোবর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭) গত ১২/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য সূত্রস্থ ০৩ নং স্মারকে নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু অদ্যবধি এতৎসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন অত্র দপ্তরে পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে, বিনা ব্যর্থতায় আগামী ২২/০২/২০১৮ তারিখের মধ্যে বর্ণিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে কর্তব্য অবহেলার অভিযোগে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে

সংযুক্তঃ শুদ্ধাচার বিষয়ক নির্দেশিকা ১৩ পাঠা।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ঢাকা/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৩৩.০৬.০১২.১৬.

৩১৩(৭) (৫)

তারিখ-১৩/০২/২০১৮।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

- ১। পরিচালক, প্রশাসন/চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৪। অফিস কপি।
- ৫। মাস্টার কপি।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৫২.১৭.১৯৭(১)

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
০৮ জুন ২০১৭

পরিপত্র


বিষয়: মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৭-২০১৮।

সরকার ২০১২ সালে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৭-২০১৮ শীর্ষক ৩টি পৃথক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রণীত নির্দেশিকাসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ নির্দেশিকা অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে তাদের স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রস্তুত করার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৭-২০১৮ এইসঙ্গে সংযুক্ত করা হল। সংযুক্ত নির্দেশিকা অনুসরণে আগামী ২১ জুন ২০১৭ তারিখের মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। একইসঙ্গে তাঁর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য প্রণীত নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ১৩ জুলাই ২০১৭ তারিখের মধ্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্যও অনুরোধ করা হল।

৩। উল্লেখ্য, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১৭-২০১৮-এর সফট কপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.cabinet.gov.bd)-এ আপলোড করা হয়েছে।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(খন্দকার সাদিয়া আরাফিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৮৫৪৯

ই-মেইল: inar_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

-----মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	প্রেক্ষাপট	৩
২	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-২০১৮	৩
	২.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা	৩
	২.২ সচেতনতা বৃদ্ধি	৪
	২.৩ জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার	৪
	২.৪ শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান	৪
	২.৫ ই-গভর্নেন্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ	৪
	২.৬ জনসেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ	৪
	২.৭ জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ	৫
	২.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত কার্যক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৫
	২.৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম	৫
	২.১০ অর্থ বরাদ্দ	৫
	২.১১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৬
৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন সময়সূচি, ২০১৭-২০১৮	৬
	ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও অনুমোদন	৬
	খ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো পরিবীক্ষণ	৬
৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো দাখিল প্রক্রিয়া	৭
৫	পরিশিষ্ট ক: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন নির্দেশিকা, ২০১৭-২০১৮	পরিশিষ্ট 'ক'

**মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
নির্দেশিকা, ২০১৭-২০১৮**

১। প্রেক্ষাপট:

সরকার ২০১২ সালে ‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প হল: ‘সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা’ এবং অভিলক্ষ্য হল: ‘রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা’। এ কৌশলে শুদ্ধাচারকে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ এবং কোন সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, প্রথা ও নীতির প্রতি আনুগত্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ইতঃপূর্বে ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ মেয়াদের জন্য শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার পাশাপাশি আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়, আঞ্চলিক এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের কাঠামো প্রণয়ন ছাড়াও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং এ সকল দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের কাঠামো প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য পৃথক ২টি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা কেবল মন্ত্রণালয়/বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে।

২। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-২০১৮

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সচেতনতা বৃদ্ধি, জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার, শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান, ই-গভর্নেন্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ, জনসেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের* বিপরীতে উল্লিখিত কার্যক্রম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম, অর্থ বরাদ্দ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শীর্ষক নিম্নোক্ত ১১টি ক্ষেত্রে কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে:

২.১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা:

• জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নৈতিকতা কমিটির সভায় অনুমোদিত হতে হবে বিধায় প্রতি কোয়ার্টারে ন্যূনতম ১টি করে নৈতিকতা কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে এবং এর লক্ষ্যমাত্রা ১.১ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

• নৈতিকতা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার নির্ধারণ করতে হবে এবং ১.২-এ উল্লেখ করতে হবে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। একইসঙ্গে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিত করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। চিহ্নিত অন্তরায়সমূহ প্রেরণের তারিখ ১.৩ ক্রমিকের লক্ষ্যমাত্রায় উল্লেখ করতে হবে।

• সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজন (stakeholder)-এর অংশগহণে সভা আহ্বান করতে হবে এবং ১.৪-এ লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য, অংশীজন (stakeholder) বলতে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণকারী যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহকে বুঝাবে।

*অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বলতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত ‘অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান’-কে বুঝাবে।

২.২ সচেতনতা বৃদ্ধি:

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মচারীর জন্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজন করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা ২.১ ক্রমিকে লিখতে হবে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা ২.২ ক্রমিকে লিখতে হবে।

২.৩ জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার:

• জনসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শুদ্ধাচার চর্চার লক্ষ্যে নতুন কোন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়নের কিংবা বিদ্যমান কোন আইন/বিধি/নীতিমালার সংস্কার/হালনাগাদ/যুগোপযোগী করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তা প্রণয়ন বা সংস্কার/হালনাগাদ/যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এরূপ আইন/বিধি/নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৩.১-এ লিখতে হবে।

২.৪ শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান:

• শুদ্ধাচার চর্চার জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতিমালার ৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতিতে কমিটি গঠনপূর্বক নীতিমালার ৩ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত গ্রেডের কর্মচারীদেরকে ৪ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক পুরস্কার প্রদান করতে হবে।

২.৫ জনসেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ:

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ, দাপ্তরিক ও নাগরিক সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে ই-মেইল/এসএমএস-এর মাধ্যমে জবাব/ফিডব্যাক প্রদান করা হয়ে থাকে। এ ধরনের জবাব/ফিডব্যাক প্রদানের শতকরা হার ৫.১ ক্রমিকে ‘অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম ব্যবহার’-এর আওতায় উল্লেখ করতে হবে।

• সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্স/অনলাইন কনফারেন্স আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ৫.২ ক্রমিকে নির্ধারণ করতে হবে।

• গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনায় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনার ৫.৩ নম্বর ক্রমিকে মন্ত্রণালয়/বিভাগে উক্ত ই-ফাইল ব্যবহার করে নথি নিষ্পত্তির শতকরা হার উল্লেখ করতে হবে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সরকারি কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার করে বাংলায় টাইপ করা হলে তার প্রমিতকরণ নিশ্চিত করার নিমিত্ত বাংলা ইউনিকোড/নিকস ফন্ট ব্যবহার করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪ নম্বর ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত অনলাইন সেবা চালুর নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত তালিকা থেকে কমপক্ষে দু’টি অনলাইন সেবা চালু করার সম্ভাব্য তারিখ ৫.৫ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে। ২টি সেবা চালুর জন্য ২টি ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং সক্ষমতা বিবেচনা করে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে হবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রণীত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ই-টেন্ডারের একক শতকরা হারে প্রকাশ করে ৫.৬ ক্রমিকে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে।

• দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চালু করার তারিখ ৫.৭ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

২.৬ জনসেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ:

• মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ বর্তমানে ইংরেজি ক্যালেন্ডার বছর অনুসরণ করে বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আগামী ১ জুলাই হতে তা অর্থ-বছর অনুসারে প্রণয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৭-২০১৮ প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রণয়নের তারিখ ৬.১ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কমপক্ষে দু'টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ ৬.২ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে। ২টি সেবা চালুর জন্য ২টি ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যেতে পারে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগকে কমপক্ষে একটি করে সেবার বিদ্যমান পদ্ধতি সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সম্ভাব্য তারিখ ৬.৩ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

২.৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ:

• দ্রুততম সময়ে অর্থাৎ কতদিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে তা ৭.১ ক্রমিকে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে।

• অভিযোগ নিষ্পত্তি করে কতদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করা হবে তা ৭.২ ক্রমিকে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে।

• অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়েল, ২০০৫-এর বিধান অনুযায়ী গঠিত অডিট কমিটির সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয়োজনপূর্বক ৭.৩ ক্রমিকে লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

• 'অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা'-কে কার্যক্রম হিসাবে এবং 'অডিট নিষ্পত্তির শতকরা হার'-কে সূচক হিসাবে ৭.৪ ক্রমিকে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করতে হবে।

• দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম (যেমন: ইলেক্ট্রনিক উপস্থিতি, গণশুনানি, ইত্যাদি) গ্রহণপূর্বক তার লক্ষ্যমাত্রা ৭.৫ ক্রমিকে সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে।

• মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ (Grey Area) চিহ্নিত করে গৃহীত কার্যক্রমের সংখ্যা ৭.৬ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে।

• তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য প্রস্তুতকৃত অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট (www.infocom.gov.bd) কিংবা (<https://eliademy.com/catalog/catalog/product/view/sku/69237b2c9a>) ঠিকানায় আপলোড করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে সনদপত্র প্রাপ্তির সম্ভাব্য তারিখকে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ৭.৭ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে। প্রাপ্ত সনদপত্রের ছায়াছবি সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

২.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত কার্যক্রম (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে):

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বমোট ১১৩টি কর্ম-পরিকল্পনা/কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে উক্ত কার্যক্রম উল্লেখ রয়েছে শুধুমাত্র সেসব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা ও এর ত্রৈমাসিক বিভাজন করে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করবে। যাদের ক্ষেত্রে কোন কার্যক্রম উল্লেখ নেই তাদের জন্য এ অংশটি প্রয়োজ্য নয় অর্থাৎ ফাঁকা রাখতে হবে।

২.৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটি শুদ্ধাচার প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। যেমন: দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ প্রদর্শন/অবহিতকরণ/প্রয়োগ, বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিলম্বে উপস্থিতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, ইনভেন্টরি রেজিস্টার চালুকরণ/হালনাগাদকরণ। এ ধরনের কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক বিভাজনসহ এ অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২.১০ অর্থ বরাদ্দ:

শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গৃহীত বেশিরভাগ কার্যক্রমের ব্যয়ভার বহনের জন্য অর্থ বিভাগ থেকে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কোড বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোড থেকে কর্ম-পরিকল্পনায় চিহ্নিত কাজের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং এ জাতীয় সকল সম্ভাব্য ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ (tentative amount) ১০.১ ক্রমিকে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য, শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বিধায় একক কোন কোড অর্থ বিভাগ থেকে বরাদ্দ করা হয়নি। এক্ষেত্রে Indicative budget হিসাবে দেখাতে হবে।

২.১১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

• মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ণ করে লক্ষ্যমাত্রা ১১.১ ক্রমিকের প্রথম কোয়ার্টারে প্রদর্শন করতে হবে। এ কাঠামো প্রণয়ণের প্রকৃত তারিখ অর্জনের কলামে উল্লেখ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

• প্রত্যেক কোয়ার্টারে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টারের প্রকৃত অর্জন ২.১২ ক্রমিকে উল্লেখ করে কোয়ার্টার সমাপ্তির পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করতে হবে।

• মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে তা ১১.৩ ক্রমিকের প্রথম কোয়ার্টারে প্রদর্শন করতে হবে। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কাঠামো প্রণয়নের তারিখ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণকালে প্রকৃত অর্জনের কলামে তা উল্লেখ করতে হবে।

• দপ্তর/সংস্থা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টারের প্রকৃত অর্জন ২.১৩ ক্রমিকে উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দাখিল করবে।

৩। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন সময়সূচি, ২০১৭-২০১৮

সময়সীমা	বিষয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন ও অনুমোদন		
১১ জুন ২০১৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়নের জন্য গাইডলাইন ইস্যুসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জ্ঞাপন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২০ জুন ২০১৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর খসড়া প্রস্তুতকরণ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নৈতিকতা কমিটি
২১ জুন ২০১৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২-৬ জুলাই ২০১৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর খসড়া পর্যালোচনার নিমিত্ত জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের সভা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্টগণ
১১ জুলাই ২০১৭	জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-১৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১৩ জুলাই ২০১৭	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৭-২০১৮ প্রকাশ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ
খ. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ		
মধ্য অক্টোবর	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০১৭ - সেপ্টেম্বর ২০১৭) অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের নৈতিকতা কমিটি

সময়সীমা	বিষয়	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
মধ্য জানুয়ারি	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৭) অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের নৈতিকতা কমিটি
মধ্য এপ্রিল	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি ২০১৮ - মার্চ ২০১৮) অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের নৈতিকতা কমিটি
মধ্য জুলাই	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০১৮ - জুন ২০১৮) অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের নৈতিকতা কমিটি

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো দাখিল প্রক্রিয়া

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো খসড়ার ২ কপি ১৯ জুন ২০১৭ তারিখ বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানা বরাবর প্রেরণ করতে হবে:

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কক্ষ নম্বর: ১১৯, ভবন নম্বর - ০১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর চূড়ান্ত কপি ১৩ জুলাই ২০১৭ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইট-এ আপলোড করতে হবে এবং ইলেকট্রনিক কপি পিডিএফ/ওয়ার্ড ফাইল আকারে inar_sec@cabinet.gov.bd/iarcabinet@gmail.com ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪২৩/০৩ এপ্রিল ২০১৭

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.১০৪—‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০১২ সালে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ২.১.৩ অনুচ্ছেদের ৪ নম্বর ক্রমিকে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্বাহী বিভাগের কর্মচারীদের প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সে পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭’ প্রণয়ন করেছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(৩২৯৭)

মূল্য : টাকা ৮.০০

১। পটভূমি:

‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প ‘সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা’ এবং অভিলক্ষ্য ‘রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা’। এ কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল। এ নীতিমালা অনুসরণে প্রতি অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৩। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করা হবে:

৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিব*,

৩.২ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী***,

৩.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার গ্রেড-১ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

৩.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

৩.৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের জেলা কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৮ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের জেলা কার্যালয়সমূহের গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

৩.৯ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী, এবং

৩.১০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের গ্রেড-৫ হতে গ্রেড-১০ ভুক্ত একজন কর্মচারী এবং গ্রেড-১১ ভুক্ত হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন কর্মচারী;

*সচিব বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিবকে বুঝাবে

**কর্মচারী বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সকলকে বুঝাবে।

৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি:

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে এবং প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের জন্য সুপারিশ করার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্ধারিত ১৮টি সূচকে ৯০ নম্বর এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রমে ১০ নম্বরসহ নিম্নের ছকে উল্লিখিত মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা যেতে পারে:

ছক: শুদ্ধাচার পুরস্কারের সূচকসমূহ (Indicators)

ক্রম	সূচক	নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১।	পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা	৫	
২।	সততার নিদর্শন	৫	
৩।	নির্ভরযোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা	৫	
৪।	শৃঙ্খলাবোধ	৫	
৫।	সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণ	৫	
৬।	সেবা গ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	৫	
৭।	প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা	৫	
৮।	সমন্বয় ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা	৫	
৯।	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শিতা	৫	
১০।	পেশাগত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক নিরাপত্তা সচেতনতা	৫	
১১।	ছুটি গ্রহণের প্রবণতা	৫	
১২।	উদ্ভাবন চর্চা	৫	
১৩।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতা	৫	
১৪।	সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার	৫	
১৫।	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে আগ্রহ	৫	
১৬।	উপস্থাপন দক্ষতা	৫	
১৭।	ই-ফাইল ব্যবহারে আগ্রহ	৫	
১৮।	অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতা	৫	
১৯।	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রম	১০	
	মোট	১০০	

৫। পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ:

- ৫.১ বিবেচ্য কর্মচারীকে প্রতি অর্থবছরে ন্যূনতম ছয় মাস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে হবে।
- ৫.২ কোন কর্মচারীর গুণাবলির সূচকের বিপরীতে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী হিসাবে মূল্যায়ন করা হবে।
- ৫.৩ কোন কর্মচারীর মোট প্রাপ্ত নম্বর ন্যূনতম ৮০ না হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।
- ৫.৪ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কর্মচারী শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন।
- ৫.৫ মূল্যায়নের পর একাধিক কর্মচারী একই নম্বর পেলে লটারির ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী নির্বাচন করতে হবে।
- ৫.৬ কোন কর্মচারী যে কোন অর্থবছরে একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে তিনি পরবর্তী ৩ অর্থবছরের মধ্যে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬। শুদ্ধাচার চর্চার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন :

- ৬.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবদের মধ্য হতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র সচিব/সচিবকে নির্বাচন করবে।
- ৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে এবং আওতাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।
- ৬.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে এবং আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।
- ৬.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।
- ৬.৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজনকে এবং অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য জেলা কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে।

৭। পুরস্কারের মান :

পুরস্কার হিসাবে একটি সার্টিফিকেট এবং এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd